গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়, পিকম্যাক-ডিপিএইচই (ফেজ-২)
১৪, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

স্মারক নং-৪৬.০৩.২৬০০.৪৯৫.১৪.৩০১.২০২৩- ১৭৯ তারিখ -০৭ / ০১ /২০২৫ খ্রি.

বিষয় : পিকম্যাক-ডিপিএইচই (ফেজ-২) প্রকল্প হতে প্রস্তুতকৃত NEWS LETTER, DECEMBER 2024, VOLUME-3 বিতরন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন "জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের পানি সরবরাহ সংক্রান্ত সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২)" কারিগরি প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। এই প্রকল্প হতে প্রস্তুতকৃত NEWS LETTER, DECEMBER 2024, VOLUME-3 টি আপনার অফিসের সকলের অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো।

০৭/০১/২০২৫
(মোহাম্মদ আনোয়ার ইউসুফ)
প্রকল্প পরিচালক
পিকম্যাক-ডিপিএইচই (ফেজ-২)
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

স্মারক নং-৪৬.০৩.২৬০০.৪৯৫.১৪.৩০১.২০২৩- ১৭৯/১(৫০০) তারিখ - ০৭/ ০১ /২০২৫ খ্রি.

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

১। প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ত/পানি সম্পদ/পরিকল্পনা), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।
৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,.................. সার্কেল......................।
৪। প্রকল্প পরিচালক, ... জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,......................................জেলা/বিভাগ।
৬। সিনিয়র কেমিষ্ট, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,..................................জেলা/আঞ্চলিক পরীক্ষাগার।
৭। সহকারী/উপ-সহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,.................উপজেলা.............. জেলা/বিভাগ।

প্রোগ্রামার, এম আই এস ইউনিট, ঢাকা

০৭/০১/২০২৫
(মোহাম্মদ আনোয়ার ইউসুফ)
প্রকল্প পরিচালক
পিকম্যাক-ডিপিএইচই (ফেজ-২)
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

December 2024 | Volume 3

Newsletter
PICMaC-DPHE (Phase-2)

প্রকল্পের সকল কার্যক্রমে গতিশীলতা এসেছে এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রকল্পে প্রণীত প্রতিটি কর্মকান্ডের জন্য প্রশিক্ষণ পরিচালিত হচ্ছে। নিউজলেটারের এই সংস্করণটিতে মূলতঃ ২০২৪ সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত পরিচালিত কার্যক্রম সমূহের অগ্রগতির বিবরণ সন্নিবেশ করা হয়েছে।

Edited by
Mahbuba Munmun, Aya Kadokami,
Yusuke Yamaguchi, Md. Monjur Kader

ছবি: ৩০ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্পের দ্বিতীয় যৌথ সমন্বয় সভা (JCC Meeting), প্রধান কার্যালয় DPHE

ইভেন্ট সমূহ

দ্বিতীয় যৌথ সমন্বয় সভা (JCC Meeting)

প্রকল্পটি শুরুর পর এক বছর অতিবাহিত হয়েছে। ডিপিএইচই'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য অত্র প্রকল্পের গৃহীত তিনটি কার্যক্রম এখন অধিদপ্তরের সকলের অব্যাহত সহযোগিতায় দ্রুততার সাথে এগিয়ে চলছে।

প্রকল্পের দ্বিতীয় যৌথ সমন্বয় সভা (JCC Meeting) গত ৩০শে অক্টোবর জনাব মোঃ জহির উদ্দিন দেওয়ান (অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, পানি সম্পদ)-এর সভাপতিত্বে ডিপিএইচই সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ডিপিএইচই, এলজিডি, আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন, ইআরডি, বুয়েট, জাইকা সদর দপ্তর, জাইকা বাংলাদেশ অফিস এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট জাইকা বিশেষজ্ঞ দলের সদস্যগণ অংশগ্রহণ করেন। সভার শুরুতে, প্রকল্প পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার ইউসুফ প্রকল্পের চলমান অগ্রগতির প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। সেই সাথে তিনি প্রকল্প চলাকালীন উদ্ভূত পরিস্থিতির আলোকে, ডিপিএইচই এবং জাইকা বিশেষজ্ঞদের আলোচনার মাধ্যমে প্রজেক্ট ডিজাইন ম্যাট্রিক্সে (পিডিএম) যে সকল পরিবর্তন প্রস্তাব করা হয়েছে, তা উপস্থাপন করেন। উপস্থিত সকলে প্রস্তাবিত পরিবর্তন সমূহ বিশেষ করে অবজেক্টিভলি ভেরিফায়াবেল ইন্ডিকেটর (ওভিআই)-এর পরিবর্তন এবং কিছু কিছু শব্দের পরিবর্তে যথোপযুক্ত বিকল্প শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব সমূহ অনুমোদন করেন। সমন্বয় সভার আলোচ্যসূচিতে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবনা। বর্তমানে, বাংলাদেশ সরকার ও জাইকার মধ্যে স্বাক্ষরিত প্রকল্পের আর/ডি এবং সেই অনুসারে টিএপিপি এর মেয়াদকাল ২০২৫ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল। তবে, টিএপিপি অনুমোদনে বিলম্বের কারণে এই সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন প্রায় অসম্ভব। জাপানি বিশেষজ্ঞ দলের দলনেতা মিজ্ আয়া কাদোকামি প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানোর গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন এবং প্রকল্পটিকে আরও ফলপ্রসূ করার জন্য কিছু বাড়তি কার্যক্রমের প্রস্তাব করেন। এক্ষেত্রে জাইকা বাংলাদেশ অফিসের সিনিয়র প্রতিনিধি মিজ্ মারি মিউরা তাঁর বক্তব্যে প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। ফলে প্রকল্পের মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধির প্রস্তাবটি সকল অংশগ্রহণকারী উপলব্ধি করেন, এবং আশা করেন যে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে আর/ডি এবং টিএপিপি-এর মেয়াদ বাড়ানো হবে। জাইকা সদর দপ্তর থেকে অনলাইনে সভায় যোগদানকারী জাইকা প্রতিনিধি জনাব মুনেহিরো তেশিমা প্রকল্পে সংশ্লিষ্ট সকলের কার্যক্রমের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, "আমি এই প্রকল্পকে ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে এর কার্যক্রমে সহযোগীতা অব্যাহত রাখতে চাই।"

ছবি: দ্বিতীয় JCC সভায় জনাব মোঃ জহির উদ্দিন দেওয়ান, চেয়ারপারসন, জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার ইউসুফ, প্রকল্প পরিচালক এবং মিজ্ আয়া কাদোকামি, জাপানি বিশেষজ্ঞ দলের দলনেতা

ছবি: জাইকা বাংলাদেশ অফিসের সিনিয়র প্রতিনিধি মিজ্ মারি মিউরা এবং জাইকা বাংলাদেশ অফিসের প্রকল্প প্রণয়ন উপদেষ্টা মিজ্ আকিকো ওকাদা

সমন্বিত কারিগরি গাইডলাইনের (CTG) উপর মাঠ পর্যায়ের নির্বাহী প্রকৌশলীদের প্রশিক্ষণ

২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত ৪টি ব্যাচে মাঠ পর্যায়ের সকল নির্বাহী প্রকৌশলীদের গাইডলাইনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে, সকল নির্বাহী প্রকৌশলীগণ গাইডলাইনের বিষয়বস্তু সমূহ ভালভাবে বুঝতে পারবে এবং ডিপিএইচই'র কাজে এর গুরুত্ব অনুধাবন করবে। প্রশিক্ষণ চলাকালীন নির্বাহী প্রকৌশলীগণ, মাস্টার ট্রেইনার এবং পিকম্যাক-ডিপিএইচই(ফেজ-২) টিম, কীভাবে ডিপিএইচই এর কর্মচারীদের গাইডলাইন ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করেন। নির্বাহী প্রকৌশলীগণ মন্তব্য করেন যে, ডিপিএইচই'র সকল কর্মচারীদের তাদের প্রয়োজনীয় কাজসমূহ সুষ্ঠু ও মানসম্মতভাবে সম্পাদনের জন্য এই গাইডলাইনটি ব্যবহার উপযোগী এবং সহায়ক হবে। তারা নিজেদের কর্মচারীদেরও তাদের নিজ নিজ কাজের জন্য এটি ব্যবহার করতে উৎসাহিত করার পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়াও, তারা গাইডলাইন সংশোধন; বিশেষ করে ক্রয় প্রক্রিয়া এবং নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে দরকারী মন্তব্য প্রদান করেন। গাইডলাইনটি ২০১৬ থেকে ২০২১ পর্যন্ত পূর্ববর্তী প্রকল্পের (পিকম্যাক-ডিপিএইচই ফেজ-১) অধীনে প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং এখন পিকম্যাক- ডিপিএইচই ফেজ-২ প্রকল্পের আওতায় অবহিতকরণ করা হচ্ছে। নির্বাহী প্রকৌশলীগণ বলেন যে "আমরা বুঝতে পারছি যে এই সময়ের মধ্যে পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়েছে এবং বাস্তব পরিস্থিতি থেকে কিছুটা তফাৎ রয়েছে"।

২০২৫ সালের শুরু থেকে, প্রকল্প হতে মাঠ পর্যায়ের সকল সহকারী প্রকৌশলী ও উপ-সহকারী প্রকৌশলীসহ প্রধান কার্যালয় এবং প্রকল্প অফিসে সমূহের সকল প্রকৌশলীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। গাইডলাইনটির পরবর্তী সংশোধন এবং গাইডলাইন ব্যবহারকে উৎসাহিত করার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলীগণ কর্তৃক প্রদত্ত মন্তব্যে প্রকল্পটির প্রশংসা করেছে। নির্বাহী প্রকৌশলীগণের মন্তব্য এবং ধারণার উপর ভিত্তি করে, প্রকল্প টিম গাইডলাইন সংশোধনের একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করবে এবং প্রকল্পের মেয়াদ শেষে তা পরিকল্পনা সার্কেলে জমা দেবে।

ছবি: গাইডলাইন প্রশিক্ষণ ঢাকা, ময়মনসিংহ এবং ফরিদপুর সার্কেল

ছবি: গাইডলাইন প্রশিক্ষণ রংপুর এবং রাজশাহী সার্কেল

পানি সম্পদের সম্ভাব্যতা মানচিত্র (WRPMs) এর উপর প্রশিক্ষণ

WRPMs হল একটি ভিজ্যুয়াল ম্যাপ যা পানি সরবরাহের জন্য পানির উৎসের (উভয় ভূগর্ভস্থ ও ভূপৃষ্ঠের পানি) এবং ইউনিয়নের জন্য উপযুক্ত পানির উৎসগুলির প্রাপ্যতাকে চিত্রিত করে। WRPMs এর প্রশিক্ষণ সেপ্টেম্বর ২০২৪-এ শুরু হয় এবং ডিসেম্বর ২০২৪-এ শেষ হয়। সকল প্রকৌশলী এবং সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। মোট, ৪৬৯ জন ব্যক্তি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন (৮জন SEs, ৩৮জন EEs, ৪৪জন প্রাক্কলনিক, ১০৯জন AEs এবং ২৭০জন SAEs)।

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হল ডিপিএইচই'র কর্মচারীদের নির্দিষ্ট এলাকায় পানির সম্ভাব্যতা শনাক্ত করা এবং WRPM এর সহায়তায় উপযুক্ত পানির উৎসের উপায় খুঁজে বের করার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। WRPM-এর সাথে কাজ করার জন্য অংশগ্রহণকারীদের সক্ষমতা জানতে প্রাক-পরীক্ষা এবং পোস্ট-পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এই পরীক্ষার ফলাফল নির্দেশ করে যে সকল অংশগ্রহণকারী তাদের WRPM-এর সাথে কাজ করার সক্ষমতা উন্নত করেছে। অবশ্য, WRPM-এর কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হলো ডিপিএইচই'র নিয়মিত কাজে WRPM-এর ব্যবহারকে অন্তর্ভুক্ত করা। ডিপিএইচই'র নির্বাহী প্রকৌশলীরাও WRPM-এর উপযোগিতা বিশ্বাস করেন। WRPM কে হালনাগাদ এবং সমৃদ্ধ করার জন্য এর উপর ফিডব্যাক এবং মন্তব্যগুলোকে স্বাগত জানানো হচ্ছে।

ছবি: WRPMs প্রশিক্ষণ রাজশাহীর সার্কেল

WRPMs এর তথ্য সংগ্রহের জন্য নদীর পানির গুণমান সমীক্ষা

WRPM এর তথ্য শুধুমাত্র ভূগর্ভস্থ পানিতে সীমাবদ্ধ নয়; ভূপৃষ্ঠের পানি, বিশেষ করে নদীর পানির তথ্যও গুরুত্বপূর্ণ। পানি সম্পদের প্রাপ্যতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নদীর পানির তথ্য ক্রমাগত সংগ্রহ করা ডিপিএইচই'র জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তাই ডিপিএইচই'র নিজস্ব মনিটরিং সিস্টেম চালু ও পরিচালনা করা প্রয়োজন। বর্তমানে WRPM হালনাগাদের কাজে ডিপিএইচই নদীর পানির তথ্য BWDB হতে ক্রয় করবে।

ছবি: নদীর পানির গুণমান সমীক্ষা-ফরিদপুর

পিকম্যাক-ডিপিএইচই ফেজ-২ প্রকল্পের অধীনে, জাইকা বিশেষজ্ঞ ২০টি পয়েন্টে নদীর পানির গুণমান সমীক্ষা পরিচালনা করে ডিপিএইচইকে সহায়তা করছে। ফরিদপুরের আড়িয়াল খাঁ নদীর উপর জরিপ চলাকালীন, ডিপিএইচই'র কর্মচারীরা জাইকার বিশেষজ্ঞ এবং তার সাব-কন্ট্রাক্টরদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করেছিল। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে, ডিপিএইচই কর্মচারীরা নদীর নমুনা নেওয়ার ক্ষেত্রে মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। এটি কেবল নদীর পানির গুণমান তথ্য নিয়ে আসেনি বরং ভবিষ্যতে নদীর পানির গুণমান পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম স্বাধীনভাবে পরিচালনা করতে ডিপিএইচই'র ভিত্তিতেও অবদান রাখবে।

পৌরসভার পাইপলাইন প্রকল্পের জন্য পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (O&M) ম্যানুয়াল প্রস্তুতি

পৌরসভার সার্ফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এবং ইনটেক সাইটগুলির বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার লক্ষ্যে, প্রকল্প হতে একটি দল গত ৩০শে সেপ্টেম্বর থেকে ১লা অক্টোবর ২০২৪ তারিখে রাজশাহী ডিপিএইচই, গোদাগাড়ী পৌরসভা এবং চাঁপাই নবাবগঞ্জ পৌরসভা এবং ৮ই অক্টোবর ২০২৪ তারিখে চাঁদপুর পৌরসভা পরিদর্শন করে। এই জরিপের মূল উদ্দেশ্য ছিল বর্ষাকালে ইনটেকের অবস্থার মূল্যায়ন করা। দলটি নদী থেকে পানি ব্যবহার করে এমন বেশ কয়েকটি সার্ফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট পরিদর্শন করেছে। পরিদর্শনকালে ইনটেকের পানির টারবিডিটি ও রঙ সেডিমেন্টেশন/ফিল্ট্রেশনের পূর্বে ও পরে স্বাভাবিক সীমার মধ্যে পাওয়া গেছে। পৌরসভা এলাকায়, ভূপৃষ্ঠের পানি উপযুক্ত উৎস এবং ডিপিএইচই এটি আরও ব্যবহার করতে ইচ্ছুক। অপরদিকে, এটি জানা যায় যে প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং পৌরসভার বর্তমান জনবল এবং উন্নয়ন কাজের অভাবের কারণে O&M এ কিছু সমস্যা রয়েছে। চাঁদপুরের নির্বাহী প্রকৌশলীর মতে, ডিপিএইচই এবং পৌরসভার মধ্যে জোরালো সহযোগিতা এবং অভিজ্ঞতার অনুভূমিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে এই সমস্যাগুলি কমাতে পারে। এই প্রকল্প কার্যক্রমের মাধ্যমে, প্রকল্প দল তথ্য সংগ্রহের জন্য ১৭টি পৌরসভা (১৪টি পৌরসভা এবং ৩টি সিটি কর্পোরেশন) জরিপ করেছে। সমীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে, বর্তমানে ডিপিএইচই'র জন্য পৌরসভার পাইপযুক্ত পানি সরবরাহ সম্পর্কিত একটি সহায়ক O&M ম্যানুয়াল তৈরি করা হচ্ছে এবং এটি পৌরসভাকে আরও ভাল সহায়তা প্রদানের জন্য ডিপিএইচই'র প্রকৌশলীদের সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ব্যবহার করা হবে।

পর্যবেক্ষণ এবং নজরদারি (M&S) সহায়তা কার্যক্রম

পানির গুণমান পর্যবেক্ষণ ও নজরদারি (M&S) চলমান কার্যক্রমের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা জোরদার করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছর থেকে, রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে, এই উদ্যোগগুলির লক্ষ্য হলো দেশব্যাপী M&S কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা।

গত বছর ৭টি নতুন জেলায় M&S কার্যক্রম শুরু করা হয় এবং সেই সাথে পূর্বের ৩টি জেলাতেও এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। ফলে, সারা দেশে মোট ১০টি জেলাতে M&S কার্যক্রম চালু হয়। M&S এর কার্যক্রমগুলি ভূগর্ভস্থ পানি এবং খাবার পানির সুরক্ষার উপর ব্যাপক তথ্য সংগ্রহের সাথে সম্পৃক্ত। পানির গুণমান বিষয়ে এর ধারাবাহিকতা এবং সমস্যাগুলি আরও ভালভাবে বোঝার জন্য বর্তমানে সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণ কাজ চলছে।

চলমান অর্থবছর ২০২৪-২০২৫ সালে, ১৯টি জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে M&S-এর কার্যক্রম উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারিত করা হবে। এই সম্প্রসারণে মূল ১০টি জেলা এবং ৯টি নতুন জেলা যথা গাইবান্ধা, বগুড়া, নাটোর, টাঙ্গাইল, হবিগঞ্জ, ঢাকা, ফরিদপুর, কুমিল্লা এবং সাতক্ষীরা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

M&S কার্যক্রমকে সহায়তা করার জন্য, পিকম্যাক-ডিপিএইচই (ফেজ-২) প্রকল্প হতে ১৯টি জেলায় ডিপিএইচই'র প্রায় সকল কর্মচারীদের জন্য গত বছরের মতো একটি ব্যাপক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই প্রশিক্ষণটি ফেব্রুয়ারি ২০২৫ এর মাঝামাঝি সময়ে শেষ হওয়ার জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

ছবি: রাজশাহীর পদ্মা নদীতে শ্যামপুর সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের ইনটেক

ছবি: O&M কার্যক্রমের তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রকল্প দল চাঁদপুর জেলা কার্যালয়ে DPHE কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছে

ছবি: ফরিদপুর জেলার M&S উপর প্রশিক্ষণ

ইতোমধ্যে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত ঢাকা, ফরিদপুর, কুমিল্লা ও টাঙ্গাইল জেলার সকল উপজেলার প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে। এই প্রশিক্ষণে সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী, প্রাক্কলনিক, উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও মেকানিকগণ অংশগ্রহণ করেন।

আশু কর্মসূচী (জানুয়ারী - জুন ২০২৫)

কার্যক্রম	২০২৫					
	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন
আউটপুট ১-১: গাইডলাইন অবহিতকরণ						
ডিপিএইচই'র প্রকৌশলীদের প্রশিক্ষণ	প্রশিক্ষণ	প্রশিক্ষণ				
ডিপিএইচই কর্তৃক গাইডলাইন ব্যাবহারের পর্যবেক্ষণ					অফিসে কাজ	
আউটপুট ১-২: পর্যবেক্ষণ ও নজরদারি (M&S)						
২০২৪-২০২৫ অর্থ বৎসরের M&S কার্যক্রম এর প্রস্তুতি	অফিসে কাজ					
প্রশিক্ষণ ও ওরিওয়নটেশন	প্রশিক্ষণ	প্রশিক্ষণ				প্রশিক্ষণ
মাঠ পর্যায় তথ্য সংগ্রহ ও রিপোর্টিং			ডিপিএইচই কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে	ডিপিএইচই কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে	ডিপিএইচই কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে	ডিপিএইচই কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে
আউটপুট ২: পানিসম্পদের সম্ভাব্যতা মানচিত্র (WRPMs)						
WRPMs এর তথ্য সংগ্রহ ও হালনাগাদ কাজে ডিপিএইচইকে সহায়তা প্রদান	অফিসে কাজ	অফিসে কাজ	অফিসে কাজ	অফিসে কাজ	অফিসে কাজ	অফিসে কাজ
WRPMs এর অন-লাইন প্ল্যাটফর্ম প্রস্তুতকরণ	অফিসে কাজ	অফিসে কাজ	অফিসে কাজ	অফিসে কাজ	অফিসে কাজ	অফিসে কাজ
আউটপুট ৩: পৌরসভা পাইপলাইন স্কিমের জন্য O&M সাপোর্ট						
O&M সহায়তা ম্যানুয়াল প্রস্ততকরণ	অফিসে কাজ	অফিসে কাজ	অফিসে কাজ			
ডিপিএইচই'র প্রকৌশলীদের টি ও টি সম্পাদন					প্রশিক্ষণ	

: প্রশিক্ষণ : অফিসে কাজ : ডিপিএইচই কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে

পিকম্যাক-ডিপিএইচই (ফেজ-২) কার্যক্রম ও কর্মপ্রবাহ*

আউটপুট ১-১ : গাইডলাইন

- **টি ও টি** — • পিকম্যাক টিম • মে ২০২৪
- **মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়** — • টি ও টি প্রশিক্ষক কর্তৃক • সেপ্টে ২০২৪ – ফেব্রুয়ারি ২০২৫
- **হেডকোয়ার্টার ও প্রকল্প কার্যালয়** — • টি ও টি প্রশিক্ষক কর্তৃক • এপ্রিল ২০২৫
- **গাইডলাইন ব্যবহার পর্যবেক্ষণ** — • মে ২০২৫ • আগস্ট ২০২৫ • ফেব্রুয়ারি ২০২৬

আউটপুট ১-২ : এম এন্ড এস

- **পরিকল্পনা এবং ক্রয় ইত্যাদি** — • আগস্ট ২০২৪ – ফেব্রুয়ারি ২০২৫
- **প্রশিক্ষণ** — • ডিসেম্বর ২০২৪ – ফেব্রুয়ারি ২০২৫
- **তথ্য সংগ্রহ** — • ফেব্রুয়ারি ২০২৫ – মার্চ ২০২৫
- **রিপোর্টিং** — • মে – ডিসেম্বর ২০২৫

আউটপুট ২ : WRPMs

- **টি ও টি** — • পিকম্যাক টিম কর্তৃক • ফেব্রুয়ারি ২০২৪
- **মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ** — • টি ও টি প্রশিক্ষণার্থী দ্বারা • মে-ডিসেম্বর ২০২৪
- **WRPMs হালনাগাদ করা** — • টি ও টি প্রশিক্ষণার্থী ও পিকম্যাক টিম দ্বারা • জানুয়ারী ২০২৫ থেকে শুরু হবে
- **অনলাইন প্ল্যাটফর্ম** — • টি ও টি ও পিকম্যাক টিম দ্বারা • জানুয়ারী ২০২৫ থেকে শুরু হবে
- **সেমিনার** — • টি ও টি ও পিকম্যাক টিম দ্বারা • প্রকল্পের শেষ পর্যায়

আউটপুট ৩ : ও এন্ড এম পৌরসভা পাইপড স্কীম

- **মাঠ পর্যায়ের পর্যবেক্ষণ (তথ্য সংগ্রহ)**
- **ম্যানুয়াল প্রস্তুতকরণ**
- **টি ও টি** — • মে ২০২৫
- **পরবর্তী প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ**
- **ডিপিএইচই হতে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা অনুমোদন**

*এই সময়সূচী পরিবর্তন যোগ্য